শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর হজ সঞ্চয় প্রকল্প

নজরুল ইসলাম বশির

পবিত্র হজ ও ওমরাহ পালনে প্রয়োজনীয় অর্থ এককালীন জোগাড় করার সামর্থ্য যাদের নেই তাদের জন্য ইসলামী বাণিজ্যিক ব্যাংক চালু করেছে মাসিক কিস্তিভিত্তিক মুদারাবা হজ সঞ্চয় প্রকল্প। বিত্তবান দ্বীনদার ব্যক্তিগণ তাদের উত্তরাধিকারী কিংবা নিকট আত্মীয়দের হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে এককালীনও নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা রাখতে পারেন। নিম্নে চারটি ব্যাংকের হজ সঞ্চয় প্রকল্পের তথ্য তুলে ধরা হল :

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. উক্ত ব্যাংকে এক থেকে পঁচিশ বছরের ভেতর হজ সম্পাদনে আগ্রহী ব্যক্তিগণ মাসিক কিস্তিতে হজের প্রয়োজনীয় অর্থ জমা করতে পারবেন। মুদারাবা হজ সঞ্চয়ী হিসাব (এমএইচএসএ) খোলার নির্ধারিত আবেদন ফরম রয়েছে। ব্যাংকের প্রতিটি শাখা থেকে এই আবেদনপত্র বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাবে। বছরওয়ারী মাসিক কিস্তির নির্ধারিত হারে এই হিসাবে আমানত গ্রহণ করা হয়। ৫ বছর মেয়াদের জন্য ৬০ কিস্তি, ১০ বছর মেয়াদের জন্য ১২০ কিস্তি এবং ২৫ বছর মেয়াদের জন্য ৩০০ কিস্তি নির্ধারিত রয়েছে। ব্যাংক কর্মকর্তাগণ জানান, নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে হজ পালনে ব্যর্থ কোন জমাকারী পরবর্তী কোন সময়ে হজ সম্পাদনে আগ্রহী হলে তিনি তার জমার মূল মেয়াদকাল পর্যন্ত হজ সঞ্চয়ী হার অনুযায়ী মুনাফা পাবেন।

শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লি. শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের মুদারাবা সঞ্চয়ী প্রকল্পসমূহের অন্যতম হল হজ আমানত প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় ১ বছর থেকে সর্বোচ্চ ১০ বছর মেয়াদী জমা হিসাব খোলা যাবে।

২২ হাজার টাকার মাসিক কিস্তিতে ১ বছর পর হজ পালনে এই ব্যাংক থেকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় পাওয়া যাবে ২ লাখ ৭৬ হাজার টাকা, ১১ হাজার টাকা মাসিক কিস্তিতে ২ বছর পর ২ লাখ ৮৭ হাজার ৯২৫ টাকা, ৭ হাজার ২০০ টাকা মাসিক কিস্তিতে ৩ বছর পর ২ লাখ ৯৪ হাজার ৯৭৫ টাকা, ৫ হাজার ২৭৫ টাকা কিস্তিতে ৪ বছর পর ৩ লাখ ৮০০ টাকা, ৪ হাজার ১৫০ টাকা কিস্তিতে ৫ বছর পর ৩ লাখ ৯ হাজার টাকা, ৩ হাজার ৪০০ টাকা কিস্তিতে ৬ বছর পর ৩ লাখ ১৭ হাজার ৫৫০ টাকা, ২ হাজার ৮৭৫ টাকা কিস্তিতে ৭ বছর পর ৩ লাখ ২৭ হাজার ৬০০ টাকা, ২ হাজার ৪৭৫ টাকা কিস্তিতে ৮ বছর পর ৩ লাখ ৩৭ হাজার ২৫০ টাকা, ২ হাজার ১৭৫ টাকা কিস্তিতে ৯ বছর পর ৩ লাখ ৪৯ হাজার ৫০ টাকা এবং ১ হাজার ৯২৫ টাকা মাসিক কিস্তিতে ১০ বছর পর ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৫৭৫ টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে শাহজালাল ইসলামী ব্যাংকে।

সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বা এসআইবিএল তাদের হজ বা ওমরাহ সঞ্চয় হিসাব সম্পর্কে জানায়, বাংলাদেশের যে কোন মুসলমান এই প্রকল্পের আওতায় এসআইবিএলের যে কোন শাখায় হিসাব খুলতে পারবেন। অন্যান্য ব্যাংকের ন্যায় এ ব্যাংকের হজ সঞ্চয় হিসাবটি মুদারাবা ভিত্তিতে পরিচালিত। ব্যাংক মুদারিব এবং হিসাবধারী সাহিব-এ-মাল হিসেবে গণ্য হবে। এক থেকে ২০ বছরের মধ্যে হজ বা ওমরাহ সম্পাদনে আগ্রহী কোন ব্যক্তি যত বছরের ভেতর হজ বা ওমরাহ পালন করতে চান তার ভিত্তিতে মাসিক কিস্তি দ্বারা প্রয়োজনীয় টাকার সঞ্চয় গড়ে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় অপ্রাপ্ত বয়স্কদের নামেও হিসাব খোলা যাবে।

আল-আরাফাহ্‌ ইসলামী ব্যাংক লি. আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যাংক হিসেবে স্বল্পবিত্তের অধিকারী সাধারণ মুসলমানদের জন্য ইতোমধ্যেই 'আল-আরাফাহ মাসিক কিস্তিভিত্তিক হজ একাউন্ট' নামে একটি পৃথক সঞ্চয় প্রকল্প প্রবর্তন করেছে। যাতে মাসিক কিস্তিতে গড়ে তোলা সঞ্চয় ও মুনাফা দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে হজব্রত পালন করা যায়। পাশাপাশি যারা এককালীন মেয়াদি জমা রাখার মাধ্যমে ভবিষ্যতে ব্যাংকের মুনাফাসহ জমাকৃত সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে হজব্রত পালনের ব্যবস্থা করতে চান তাদের জন্য 'আল-আরাফাহ এককালীন হজ জমা হিসাব (টিএইচডি)' নামে একটি মেয়াদি হজ

একাউন্ট প্রবর্তন করেছে।

মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে এককালীন হজ জমা হিসাবে সঞ্চয় গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে জমাকৃত টাকার ৩ বছর মেয়াদী জমার ওয়েটেজভিত্তিক দেয় মুনাফার চেয়ে ০.১০ ভাগ বেশী ওয়েটেজ হার মুনাফা প্রদান করা হয়। প্রকল্পের নীতিমালা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ জানায়, যিনি নিজে হজব্রত পালন করতে চান তার নিজের নামে অথবা যার হজব্রত পালনের ব্যবস্থা করতে চান, তার নামে এককালীন হজ জমা হিসাব খুলতে হবে। নাবালকের ক্ষেত্রে তাদের অভিভাবকগণ নাবালকের পক্ষে হিসাব খুলবেন। মুদারাবা নীতিমালার ভিত্তিতে এককালীন হজ জমা হিসাবে জমা গ্রহণ করা হচ্ছে।

রূপালী ব্যাংকের বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন

কর্পোরেট ডেস্ক : সম্প্রতি রূপালী ব্যাংক লিমিটেড বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর অঞ্চলের শাখা ব্যবস্থাপক সম্মেলন-২০০৯ অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মো. মাইনুল হক। সভাপতিত্ব করেন বগুড়া অঞ্চলের প্রধান ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মফিজুল ইসলাম খান। সম্মেলনে ৩টি অঞ্চলের ৬৮ জন ব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান অতিথি মো. মাইনুল হক তার বক্তব্যে সকলকে ব্যাংকের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য এবং বার্ষিক মুনাফা ও অন্যান্য লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিরলস পরিশ্রম করার আহ্বান জানান। গ্রাহকদের যথাযথ সেবা দেয়ার নির্দেশ দেন।

তিনি ব্যাংকের সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরে বলেন, রূপালী ব্যাংক এগিয়ে যাচ্ছে। মেধাবী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, চলতি বৎসরের প্রথমার্ধে ব্যাংক ১০৫ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করেছে। বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ১৭৫ কোটি টাকা। আশা করা যাচ্ছে চলতি বছর এই লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে এবং ২০০ কোটি টাকা নীট মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হবে। তিনি আরও বলেন, জনবল নিয়োগের অনুমতি চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। ব্যাংক পুনর্গঠনের একটি প্রস্তাব এবং রাইট শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন বৃদ্ধির একটি প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে। এসব আবেদন ও প্রস্তাব বিবেচিত হলে ব্যাংকটির কাঠামোগত অবস্থা সুদৃঢ় হবে, ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে এবং ব্যাংকটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকগুলোর শীর্ষে অবস্থান করবে। তিনি বলেন, দেশের অর্থনীতিতে রূপালী ব্যাংক অবদান রেখে যাচ্ছে। আগামী দিনে আরও বেশী অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

ওরাকলের জনপ্রিয়তা বাড়ছে

বর্তমান অর্থবছরের প্রথম ভাগে এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে ওরাকলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

এই অঞ্চলের দেশগুলোর শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ওরাকল সফটওয়্যার ব্যবহার শুরু করেছে বা আগের ব্যবহৃত সফটওয়্যারকে আপগ্রেড করেছে।

ওরাকল ডাটাবেজ, ওরাকল ফিউশন মিডলওয়্যার, ওরাকল এন্টারপ্রাইজ পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট, ওরাকল বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ও ওরাকল এপ্লিকেশনের ব্যাপারে কোম্পানিগুলোর চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। ওরাকল এশিয়া প্যাসিফিকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট স্টিভ অ ইয়াং বলেছেন, এই অঞ্চলের কোম্পানিগুলোর মধ্যে যারা খরচ কমিয়ে ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি করতে চায় তারা ওরাকলের সফটওয়্যারকে বেছে নিচ্ছে। ❑
বিজ্ঞপ্তি